তারিখঃ ১১.৪.২১ – ১২.৪.২১ ইং

**শায়েখঃ** আসসালামু আলাইকুম

**ফাহিম আলমঃ** وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

**আবু আমাতুল্লাহঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম

**মশিউল আলম সুজনঃ** ওআলাইকুমুস সালাম ওরহমাতুল্লাহ।

**মাহদি হাসানঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম

**শায়েখঃ** আজকে খুব জরুরী বিষয়ে আলোচনা করবো। তাই সবাইকে ১১:৩০ এ আসতে বলেছি।

**মাহদি হাসানঃ** হ্যা।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

**শায়েখঃ** আমরা এখনো অবয়বহীন অদৃশ্যমান অস্তিত্বের আলোচনায় রয়ে গেছি। গতকাল সবাইকে বিপরীত মুখি বৈশিষ্ট্য গুলো বলতে বলেছিলাম। যথেষ্ট ভাল উত্তর দিয়েছেন সবাই। এই বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছিলাম। সবাই কি তা করেছেন?

**মাহদি হাসানঃ**

শায়েখঃ গতকাল সবাইকে বিপরীত মুখি বৈশিষ্ট্য গুলো বলতে বলেছিলাম। যথেষ্ট ভাল উত্তর…

হ্যা

**মশিউল আলম সুজনঃ** জি

**ফাহিম আলমঃ** হা

**আবু আমাতুল্লাহঃ** জি

**নওশাদ ভুইয়াঃ** হা

**শায়েখঃ** ধর্মের তিনটি রুপ। মুখের স্বীকৃতি তথা বাক্য, বিশ্বাস তথা বৈশিষ্ট্য, কর্ম বা আমল তথা ক্রিয়া। আমরা তিনটি রুপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আপাতত মনে রাখবেন তিনটি রুপ সহজ ভাবে বললে বাক্য, বৈশিষ্ট ও ক্রিয়া বা কর্ম।

এখন একটি প্রশ্ন করবো উত্তর টি মশিউল ও আহমাদ ছাড়া বাকি সবাই দিতে চেষ্টা করবেন।

**মাহদি হাসানঃ**

শায়েখঃ এখন একটি প্রশ্ন করবো উত্তর টি মশিউল ও আহমাদ ছাড়া বাকি সবাই দিতে চেষ্টা ক…

ইনশাআল্লাহ।

**শায়েখঃ** কাল হাসরের ময়দানে সবার বিচারের ব্যবস্থা হবে। সম্মানিত ফেরেস্তাগনকেও তাদের কর্ম নথি পেশ করা হবে। জিন, মানুষ, পশু পাখি সবাই একটি ময়দানে হাজির হবে। সবার বিচার ও হিসেব নিকেস নেওয়া ও দেওয়া হবে।

ঐদিনকে ইয়াউমুশ শক্ক বা গোছা উন্মোচনের দিনও বলা হয়ে থাকে। সে দিন আল্লাহ সরাসরি ঐ বিচার ব্যবস্থার মধ্যে নিজের কদমের গোড়ালি পর্যন্ত উন্মোচন করবেন। সবাই তাকে মাথা নত করে সিজদাহ করবে। তবে ধর্মহীন, আমলহীন ব্যক্তিগন সিজদাহ করতে পারবে না। আমরা এই বিষয়ে পরিস্কার, যে কেউ বিচারের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবে না। সেই নেয়ামত কেবল জান্নাতিরাই পাবে। তাহলে প্রশ্ন হলো তাহলে বিচার টা নিবেন কে?

সবাই দুইটা করে উত্তর দিতে পারবেন। আপনারা চাইলে একদিন সময় নিতে পারেন। আজকে কেবল প্রশ্ন করে রাখলাম। কালকেই সবাই উত্তর দিবেন। যত প্রকার ব্যাখ্যা পান তাও চিন্তা ভাবনা করে বলবেন।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** দেখা না দেখার মধ্যে কি বিচার নেওয়া সীমাবদ্ধ থাকবে? মানে আল্লাহকে কেউ দেখুক বা না দেখুক, তাঁর হুকুমে কি বিচার হওয়া সম্ভব না?

**মাহদি হাসানঃ** সরল ভাবে আমরা তো জানি আল্লাহ ই হিসাব নিবেন।

**ফাহিম আলমঃ** আল্লাহকে নাকি প্রথমবার চিনতে পারবেনা, পরেরবার নাকি চেনা যাবে???

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ দেখা না দেখার মধ্যে কি বিচার নেওয়া সীমাবদ্ধ থাকবে? …

তিনি যেমন সবাইকে রিজিক দেন,তাতে কেউ তাকে না দেখলেও তিনি তা দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিচারের ময়দানে প্রত্যেকের কর্মের হিসেব নেওয়া হবে। সেই দিন কাউকে বিন্দু পরিমান জুলুম করা হবে না। বিচারক কে না দেখলে কি করে বাদানুবাদ হবে? কি করে শুনানি হবে? কি করে জেড়া নেওয়া হবে? কেউ কি বলবেন?

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আল্লাহকে নাকি প্রথমবার চিনতে পারবেনা পরেরবার নাকি চেনা যাবে???

ভুলের উপর প্রশ্ন করা যাবে না।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ ভুলের উপর প্রশ্ন করা যাবে না।

দুঃখিত।

**ফাহিম আলমঃ** আল্লাহকে হাশরের মাঠে দেখা আর জান্নাতে দেখা এই দুই দেখার মধ্যে তফাত থাকবে।

**শায়েখঃ** প্রথমবার চিনতে পারা না পারার মধ্যে কি আসে যায়? আমাদের দরকার বিচারক কে হবেন? আল্লাহ তো অবশ্যই বিচারক। কিন্তু হিসেব নিকেস ও জেড়া গুলো কি ভাবে নেওয়া হবে? প্রত্যেকে কার সাথে বাদানুবাদ করবে? কি ভাবে?

**ফাহিম আলমঃ** আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্ট কোন প্রতিনিধি থাকবেন।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আল্লহকে হাশরের মাঠে দেখা আর জান্নাতে দেখা এই দুই দেখার মধ্যে…

কোন দলিল? আল্লাহ তো একই। দেখার তফাত নিয়ে কিছু তো বলে নি। প্রশ্নটা কি বুঝো নি?

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ কোন দলিল? আল্লাহ তো একই।…

এখন বুঝতে পেরেছি।

**শায়েখঃ** দেখার তফাতের মধ্যে কি আল্লাহর অস্তিত্বেরও তফাত হয়ে যাবে? বিচারের ময়দানেও যিনি আল্লাহ, জান্নাত এর মধ্যে তিনি আল্লাহ, দুনিয়াতে অবস্থান করার পরও আমরা তাকে আল্লাহ ই জানি। অস্তিত্বের মধ্যে তো কোনো তফাত নেই।

**ফাহিম আলমঃ** আমার যেটা মনে হয় আল্লাহ পর্দার আড়াল থেকে হিসেব নিকেশ নিবেন।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্ট কোন প্রতিনিধি থাকবেন।

এমন একটি বিচার সাধারন কোন সৃষ্ট অস্তিত্বকে কি কেউ মেনে নেবে? সবাই তো নিজেকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আমার যেটা মনে হয় আল্লাহ পর্দার আড়াল থেকে হিসেব নিকেশ নিবেন।

আল্লাহ তো পর্দার আড়াল থেকে এই জগতেও বিচার করে থাকেন। তাহলে হাশরের ময়দানের আর বিশেষত্ব রইল কি?

**ফাহিম আলমঃ** سبحان الله

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ سبحان الله

কি?

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ কি?

মাথায় তো আর কিছুই আসছেনা।

**শায়েখঃ** আর কেউ? ওকে সবাইকে এক দিন সময় দিলাম। আরো একটা প্রশ্ন। এই উত্তর সবাই সাধ্যমত দিবেন।

সহিহ হাদিসে বলা হয়েছে নবিগন সবাই বৈমাত্রেয় ভাই। প্রত্যেকের পিতা এক। এখানে পিতা কে?

**মাহদি হাসানঃ** গতকাল চিন্তা ভাবনা করে যা পেলাম তা হল যে ভালো মন্দ যাই বলি যেমন শত্রুতা, ক্রোধ, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টি সবই ভাল। তা তখনি ভাল হবে যতক্ষণ নিয়ম মেনে করা হবে। নিয়মের বাইরে যেটাই যাক হোক ভাল মন্দ তা হবে অনাচার মত। আর এর শেষ আল্লাহর আদি সৃষ্টি পর্যন্ত। যেমন হিংসা অহংকার ক্রোধ। কারন এসব আল্লাহ পর্যন্তও যায় না। আল্লাহর উপরে তো দূরের বিষয়। ক্রোধ, হিংসা, অহংকার, ইত্যাদি আল্লাহর উপর কেউ দেখাতে পারবে না। এসবের স্রষ্টা তিনি। এসব থেকে তিনি মুক্ত।

তাই এসবের শেষ, এসবের উৎস্য পর্যন্ত। যেমন হিংসার শেষ হিংসা পর্যন্ত কারন হিংসার উপরে কেউ হিংসা দেখাতে পারবে না। (যেহেতু তৃমন্ডল নিয়ে আলোচনা তথা আল্লাহর সৃষ্টি তাই কেউ এর ভিতর আল্লাহ পরে না। কেউ বলতে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে।) তেমনি ক্রোধের উপরে কেউ ক্রোধ দেখাতে পারবে না। আবার ক্ষমার উপরে কেউ ক্ষমা দেখাতে পারবে না। ভালবাসা ও ঘৃনা, আনন্দ ও দুঃখ, দয়া ও ক্রোধ, ক্ষমা ও শাস্তি ইত্যাদি তথা অদৃশ্য অবয়বহীন অস্তিত্বের শেষ এসবের উৎস্য পর্যন্ত।

হাশরে এই সৃষ্টি গুলোর সাথেই বাদানুবাদ হবে।

**শায়েখঃ** উত্তরটা সবাই দিবেন। চাইলে সময় নিয়ে কালকেও দিতে পারেন।

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

শায়েখঃ সহিহ হাদিসে বলা হয়েছে নবিগন সবাই বৈমাত্রেয় ভাই। প্রত্যেকের পিতা এক। এখানে পিতা কে?

বায়োলজিক্যাল পিতা আদম আলাইহিসসালাম। ইল্ম/নবুয়তের পিতা হলেন তিনি তাদেরকে যিনি রিসালাত দিয়েছেন।

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ বায়োলজিক্যাল পিতা আদম আলাইহিসসালাম। ইল্ম/নবুয়তের পিতা হলেন তিনি …

সে নিশ্চিত আল্লাহ নন। কারণ তিনি তৃ মন্ডলের ঊর্ধ্বে। আপনার উত্তর কি এরকম?

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

শায়েখঃ সে নিশ্চিত আল্লাহ নন। কারণ তিনি তৃ মন্ডলের ঊর্ধ্বে।…

জি আল্লাহ তো ত্রিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে। উনাকে পিতার সাথে তুলনা করা তো কুফর।

**ফাহিম আলমঃ** পিতা এখানে জিব্রাইল।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ পিতা এখানে জিব্রাইল

নাউজুবিল্লাহ। কেউ জিব্রাইলকে পিতা মনে করেন না। কারণ রিসালাত ফেরেশতাদের মধ্যেও আছে।

**ফাহিম আলমঃ** নাউযুবিল্লাহ

**শায়েখঃ** আর কেউ? আজকে সবার উপস্থিত থাকা জরুরী ছিলো।

**মশিউল আলম সুজনঃ** এখানে পিতা হলেন রুহ।

**শায়েখঃ** কারো ব্যস্ততা এই বিদ্যার উপরে স্থান পেতে পারে না।

**শায়েখঃ**

মশিউল আলম সুজনঃ এখানে পিতা হলেন রুহ।

রুহ সবার মধ্যেই আছে।

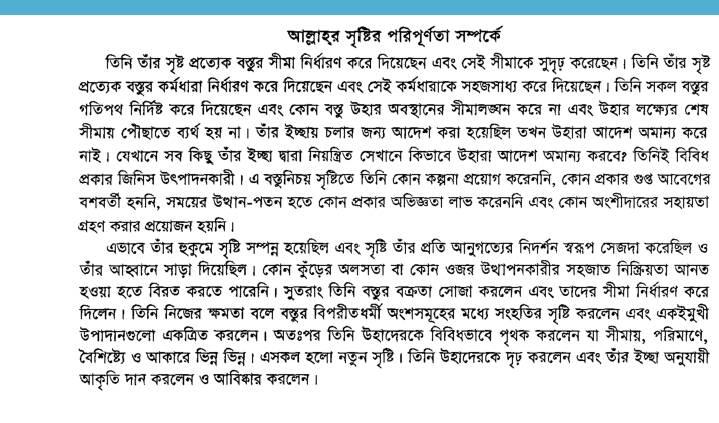
**নওশাদ ভুইয়াঃ** রুহ?

**শায়েখঃ** যা দুঃখ তাই সুখ। যা রোগ তাই সুস্থতা। যা ভালবাসা তাই ঘৃণা। দুই অস্তিত্বের মুল একই। চুম্বক যেমন ভেঙে যাওয়ার পর তার স্বদিকের পিঠকে বিকর্ষণ করে এবং তার বিপরীত দিকের পিঠ কে আকর্ষণ করে এই বিষয় গুলোও ঠিক এরকমই।

**মাহদি হাসানঃ** রুহ আর রিসালাত। রুহ পিতৃ মন্ডল আর রিসালাত পুত্র?

**শায়েখঃ** মানুষ দুঃখে কাদে আবার অনেক সময় সুখেও কাদে। তাই নয় কি?

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

****

**আবু আমাতুল্লাহঃ** এটা সম্পর্কিত তাই আবার দিলাম।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ মানুষ দুঃখে কাদে আবার অনেক সময় সুখেও কাদে। তাই নয় কি?

হা

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ এটা সম্পর্কিত তাই আবার দিলাম।

জ্বি।

**শায়েখঃ** অনেক সময় ব্যক্তি খুসিতেও ধৈর্য্য হারা হয়ে যায়। যেমন অতি ক্রুতে ধৈর্য হারা হয়ে থাকে।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ যা দুঃখ তাই সুখ। যা রুগ তাই সুস্থতা।…

এই কথা গুলো ওই বইয়ের কথার ব্যাখ্যা।

**শায়েখঃ** এই জগতে কেবল শিতলতা কে সৃষ্টি করা হলে বা অধিক প্রাধান্য দেওয়া হলে জগতে সব বরফের মত জমে যেত। তাই উষ্ণতাকেও সমান ভাবে সৃষ্টি ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যদি কেবল উষ্ণতা থাকতো বা উষ্ণতা কে প্রাধান্য দেয়া হতো তাহলে জগতের সকল কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** মানে জিনিসগুলোর মেরু বিপরীত হলেও সেটার মূল একটাই? এরকম বিপরীতধর্মী সবকিছুই এক?

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ মানে জিনিসগুলোর মেরু বিপরীত হলেও সেটার মূল একটাই? …

জ্বি। তবে আরো গভীরে কিছু আছে। সেখানেই যাচ্ছি।

**শায়েখঃ** অনুরুপ দুঃখের অস্তিত্ব ছাড়া সুখেরও কোন অস্তিত্ব নেই। অথবা বলতে হয় দুঃখ ছাড়া সুখ এর কোনো মূল্য থাকবে না।

জগতে সবই যদি ক্ষমার যোগ্য হয়ে যেত তাহলে বিচার ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন পড়তো না। প্রতিশোধের কোনো অস্তিত্বই থাকত না। বৈশিষ্ট্যসমূহ কে বিপরীতমুখী মনে হলেও মুলের দিক থেকে একই অস্তিত্বের দুই টি প্রকাশ মাত্র।

**ফাহিম আলমঃ** سبحان الله

**শায়েখঃ** আমরা বন্ধন তথা মমতাকে সৃষ্টির করার হাদিস দেখেছি। তার সাথে স্রষ্টার কথোপকথন পড়েছি। তাহলেও বিচ্ছেদ তথা বিদ্বেষের অস্তিত্ব আছে। তাই নয় কি?

**ফাহিম আলমঃ** হা

**নওশাদ ভুইয়াঃ** জ্বি

**শায়েখঃ** অভিশাপের অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছি অতএব আশীর্বাদ এর অস্তিত্বও আছে। জ্ঞান সবটাই সু জ্ঞান নয়। কু জ্ঞানেরও তথা অজ্ঞতার অস্তিত্ব আছে। এই বৈশিষ্ট গুলোকে অবয়বহীন অদৃশ্যমান অস্তিত্ব বলি।

বাক্য কি অবয়বহীন নয়?

**ফাহিম আলমঃ** হা

**শায়েখঃ** দৃশ্যমান?

**ফাহিম আলমঃ** না

**শায়েখঃ** সবাই বলুন?

**নওশাদ ভুইয়াঃ** না

**মাহদি হাসানঃ** না

**আবু আমাতুল্লাহঃ** না

**শায়েখঃ** যে কোন আদেশ নির্দেশ, হুকুম আহকামের জন্য প্রথমেই বাক্যে প্রয়োজন। কোন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতেও বাক্যের প্রয়োজন হয়, কর্মের ব্যাখ্যা দিতেও। ধর্মের কথা বলতেও বাক্যের ই দরকার সবার আগে।

বাক্যের উদাহরণ: ★ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেনঃ পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। [ সুরা ইবরাহীম ১৪:২৪ ]

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণণা করেন-যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। [সুরা ইবরাহীম ১৪:২৫]

وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। [সুরা ইবরাহীম ১৪:২৬ ]

★সুরা হজ্জ ২২:২৪ ২২:২৪ وَ هُدُوۡۤا اِلٰی الطَّیِّبِ مِنَ الۡقَوۡلِ ۚۖ وَ هُدُوۡۤا اِلَی صِرَاطِ الۡحَمِیۡدِ

"আর তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসিত আল্লাহর পথে।"(সুরা হজ্জ ২২:২৪)।

"তাদেরকে পবিত্র বাক্যের দিকে পথনির্দেশ করা হবে এবং তারা পরিচালিত হবে পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে।"(সুরা হজ্জ ২২:২৪)

**শায়েখঃ** অনুবাদে কিছুটা ক্রটি আছে। তারপরেও সময় করে পরিস্কার হতে পারবেন। বাক্য আদিতে ছিলো। বাক্যই দুইটি পরস্পর বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের মত অস্তিত্ব। কিছু হাদিসে বলা হয়েছে সবার আগে বাক্যই সৃষ্টি হয়েছিলো।

প্রসিদ্ধ প্রায় সকল ধর্মেই কাছাকাছি ধারণা পাওয়া যায়।

**শায়েখঃ** গোস্পেল অফ যোহন তথা বর্তমান ইঞ্জিলে আছে

1/ আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন৷

2/ সেই বাক্য আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন৷

3/ তাঁর মাধ্যমেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর মধ্যে তাঁকে ছাড়া কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় নি৷

4/ তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; আর সেই জীবন জগতের মানুষের কাছে আলো নিয়ে এল৷

5/ সেই আলো অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আর অন্ধকার সেই আলোকে জয় করতে পারে নি৷

**শায়েখঃ** এটাতে কিছুটা বিকৃত হয়েছে অর্থের দিক থেকে। এটা হবে আদিতে আল্লাহ ছিলেন। আল্লাহর সাথে বাক্য ছিলো।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ এই বৈশিষ্ট গুলোকে অবয়বহীন অদৃশ্যমান অস্তিত্ব বলি।

আল্লাহর সিফাত এরও ঊর্ধ্বে।

**শায়েখঃ** এই জগতে কেউ ফানা হলে মুলত সবাই ঐ অস্তিত্বের সীমায় গিয়ে ফানা হয়ে থাকে। কেউ তার আমিত্ব তথা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে ফেলে। যখন কেউ বৈশিষ্ট্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তার মধ্যে আদি অস্তিত্বের আবির্ভাব দৃশ্যমান হয়। তখন ব্যক্তি কি করে বা কি বলে সে নিজে কিছুই জানে না। কারণ তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তখন নিষ্ক্রিয় অবস্থানে থাকে। তখন তার মধ্যে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ব্যক্তি অনেক সময় এমন কিছু কথা ও বাক্য বলে ফেলে তা সে নিজেও জানে না।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আল্লাহর সিফাত এরও ঊর্ধ্বে।

আল্লাহর ত্রি মন্ডল এর ঊর্ধ্বে। এমনকি আমাদের তৃ সূত্রেরও ঊর্ধ্বে।

**শায়েখঃ** ফাহিম তোমার করা প্রথম প্রশ্নটির এটাই বিস্তারিত উত্তর। মনে আছে?

**ফাহিম আলমঃ** হা, ফানার ব্যাপারে।

**শায়েখঃ** মনে রাখতে হবে ধর্মে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রণের বিধি-বিধান ও দিয়েছে। কেউ ধর্মের নিয়ম বাদে রেখে ওই স্তরে যাওয়া অথবা ঐ স্তরে যাবার চেষ্টা করা, ওই স্তরে যাওয়ার কোন পথ অনুসন্ধান করা অবশ্যই ধর্ম বিরোধী কাজ হিসেবে বিবেচিত।

**ফাহিম আলমঃ** এর মানে, ধর্মের নিয়ম ব্যতিরেকেও ওই স্তরে যাওয়া যায় কিন্তু সেটা অবৈধ পন্থা।

**শায়েখঃ** অনেক সময় দেখা যায় অনেক সাধকের মুখ থেকে এমন সব কথা বের হয় যা সে বলে নি।

যেমন "আমিই মহান"

আমিই আদি।

আমিই কাল।

আমি পবিত্র।

আমার স্থান উর্দ্ধে ইত্যাদি।

মুলত এই বাক্যের আদি অস্তিত্ব কখনোই নিজেকে আল্লাহ অথবা আল্লাহর সমান সমান অথবা আল্লাহর অংশ অথবা নিজেকে ইলাহা দাবি করে না।

এই পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। কারণ কে ভন্ডামী করছে আর কে সত্যই ফানা হয়েছে তা এই বাক্যের পার্থক্য দিয়ে বুঝা যায়। আদি বাক্য অবশ্যই তিনি তৃ মন্ডলের অংশ। সেটা আল্লাহ নন।

বরং আল্লাহর আদেশ মাত্র। তাই বলা হয়েছে রুহ আল্লাহর নির্দেশ বিশেষ। আর এই বিষয়ে মানুষকে খুব সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। আল কোরআন

যদি ধর্মের সকল মাপ কাঠি ঠিক রাখার পরেও কারো মধ্যে ফানা হয়। তখন ব্যক্তি নির্দোষ সেটা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে ধরা হয়। কোরআন কিছুই বাদ রাখেনি, কিছু হলেও বলা হয়েছে। তবে যেই বিষয় আল্লাহ আড়াল রেখেছেন তার পিছনে ছোটা যাবে না।

বুঝে এসেছে সবার?

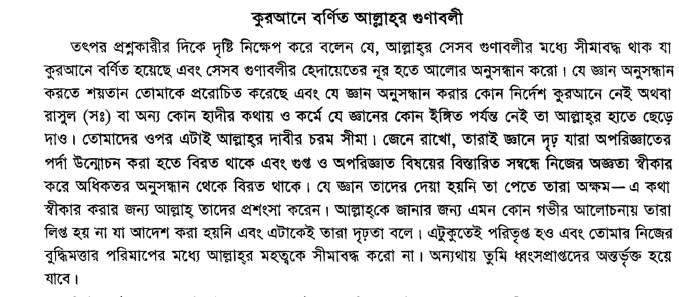
**ফাহিম আলমঃ** জি, আলহামদুলিল্লাহ।

**মাহদি হাসানঃ** হ্যা

**নওশাদ ভুইয়াঃ** জ্বি, পরিষ্কার।

**শায়েখঃ** অনেক সময় মানুষ এই বিষয়টাকে আল্লাহর সাথে গুলিয়ে ফেলে। মনে করে থাকে এটাই আল্লাহর অস্তিত্ব। বাস্তবে সেটা আল্লাহর অস্তিত্ব নয়। বরং সেটা আল্লাহর নিয়ন্ত্রিত একটা নির্দেশ মাত্র। এটা অবশ্য একটা অস্তিত্ব। সকল কিছুর আদি পিতা এটাই। পিতারও পিতা। সকল কিছুর আদি। এই বিষয়ে বিস্তারিত পড়ে বলবো। আপাতত মনে রাখতে হবে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আমাদের আজকের আলোচিত ওই অস্তিত্ব দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা অস্তিত্ব। এই দুই অস্তিত্বকে কখনোই এক মনে করা যাবে না। প্রায় ধর্মের অনুসারী এই জায়গাতে এসে শিরিক করে থাকে অজ্ঞতার কারণে।

**শায়েখঃ**



**শায়েখঃ** নাহায আল বালাঘা ১০৫ পৃষ্ঠা আলীর (রা:) বক্তব্য।

দেখবেন কিছু বাতিল তাসাউফ পন্থী পরমাত্মাকে আল্লাহ বলে মনে করে থাকে। আপনার হয়তো মনে করে থাকেন ঈশ্বর শব্দটা আল্লাহর গুণবাচক নাম? মোটেও না। বরং পরমাত্মাকে অভিধানে ঈশ্বর বলা হয়। আর জগতকে নশ্বর বলা হয়।

**ফাহিম আলমঃ** ইন্নালিল্লাহ।

**শায়েখঃ** খ্রীস্টানরা বলে থাকে পিতাপুত্র পরমাত্মা তিনটা মিলে আল্লাহর সমষ্টি নাউজুবিল্লাহ।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** আর আপনি বলেছিলেন খোদা শব্দটাও অর্থগত দিক থেকে ইশ্বর কেন্দ্রিক।

**শায়েখঃ** শব্দ টা বাংলা অভিধানের পরমাত্মা, ইংরেজিতে বলা হয় Holy Spirit, কুরআনে বলা হয়েছে রুহুল কুদ্দুস।

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ আর আপনি বলেছিলেন খোদা শব্দটাও অর্থগত দিক থেকে ইশ্বর কেন্দ্রিক

জ্বি

**মাহদি হাসানঃ**

শায়েখঃ আপনার হয়তো মনে করে থাকেন ঈশ্বর শব্দটা আল্লাহর গুণবাচক নাম? মোটেও না।

আমি তো জানি বাংলায় ভাষায় আল্লাহকে সৃষ্টি কর্তাকে বুঝাতে ইশ্বর ব্যাবহার করা হয়।

**শায়েখঃ** তাওরাতে ভিন্নতা করা হয়েছে প্রভু ও সদা প্রভু শব্দ দিয়ে।

**শায়েখঃ**

মাহদি হাসানঃ আমি তো জানি বাংলায় ভাষায় আল্লাহকে সৃস্টি কর্তাকে বুঝাতে ইশ্বর ব্যাবহার …

আল্লাহ নামটি তাঁর জাতি নাম। বাংলা বর্তমান অভিধান এসেছে অনেকটা হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে।

**শায়েখঃ** ঈশ্বরের স্ত্রীলিঙ্গ ঐশ্বরিয়া

**মাহদি হাসানঃ**

শায়েখঃ আল্লাহ নামটি তাঁর জাতি নাম। বাংলা বর্তমান অভিধান এসেছে অনেকটা হিন্দু ও ব…

হ্যা সংস্কৃত ভাষা থেকে।

**শায়েখঃ** সংস্কৃতি তথা কালচার ও ধ্যান ধারণার কথা বলেছি

**মাহদি হাসানঃ** আচ্ছা।

**শায়েখঃ** ইংরেজি গড শব্দের মত।

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

মাহদি হাসানঃ হ্যা সংস্কৃত ভাষা থেকে।

যতটুকু জানি এটা ইংরেজ আর হিন্দুদের প্রোপাগান্ডা। বাংলা এসেছে প্রাকৃত থেকে। আরো উপরে গেলে কোকাজের কক।

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ যতোটুকু জানি এটা ইংরেজ আর হিন্দুদের প্রোপাগান্ডা। বাংলা এসেছে প্রাকৃত থে…

জ্বি

**নওশাদ ভুইয়াঃ**

শায়েখঃ ইংরেজি গড শব্দের মত

গডেস যেমন আছে তেমনি বহুবচন গডস ও আছে।

**শায়েখঃ** এখন আপনারা যা জানলে তা জানার জন্য কত কত সাধকের জনম জনম পার হয়ে গেছে। কোটি কোটি মানুষ ভুলভাবে অনুসন্ধান করেছেন। ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। না জেনেও শিরিক করেছে।

**ফাহিম আলমঃ** এটা আল্লাহর অশেষ রহমত যে, আল্লাহ আমাদেরকে এত সহজে সত্যের কাছে নিয়ে এসেছেন আপনার মাধ্যমে।

**শায়েখঃ** আমি চাইলেই আপনাদের দীর্ঘ দিনের ভুল ধ্যান ধারনার উপর নিমেষেই আঘাত করতে পারি তবে সেটা সহ্য করতে কষ্ট হবে। তাই ধিরে ধিরে।

**ফাহিম আলমঃ** জি, নাইলে পরে খাওয়া দাওয়া ঘুম গোসল সব ওলটপালট হয়ে যাবে।

**শায়েখঃ** নুহ নবির পূর্বে নবুওয়তের রিসালাত দেওয়া হয় নি। তাঁর পরে কেন দেওয়া হলো। ঐ প্রশ্নের উত্তর এই বিষয়টার মধ্যে আছে।

আপনার পরমাত্মা ধ্যান ধারণা বিস্তারিত জানতে, বর্তমান পড়ে থাকায় হিন্দু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বই-পুস্তক পড়তে পারেন। এতে আপনাদের নিজেদের ভাষা উচ্চারণের দিক থেকে শুদ্ধ হবে।

**নওশাদ ভুইয়াঃ**

শায়েখঃ আপনার পরমাত্মা ধ্যান ধারণা বিস্তারিত জানতে বর্তমান পড়ে থাকায় হিন্দু সন…

বুঝলাম না সেটা কিভাবে

**শায়েখঃ** মূলত সনাতন ধর্মকে জগতের সব থেকে পুরাতন ধর্ম বলা হয়ে থাকে। তারপর পার্সি ধর্ম কে। আমরা বলে থাকি মূল বিষয়গুলো মূলত একই ছিল কিন্তু তারা এগুলো বিকৃত করে ফেলেছে। তারা একসময় আল্লাহকে বাদ দিয়ে পরমাত্মা ও ফেরেশতাদের পুজা শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যেও বহুদল মত আছে যেমনটা ইসলাম ধর্মের মধ্যে 73 ফিরকা কাছে ঠিক তেমনটাই

**ফাহিম আলমঃ** নূহ নবীর পূর্বে কি তাহলে মানুষ পরমাত্মার দ্বারা ঠিক বেঠিক চিনে নিত???

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ বুঝলাম না সেটা কিভাবে

এখন বুঝেছেন?

**নওশাদ ভুইয়াঃ** জি

**ফাহিম আলমঃ** ওস্তাদ, তাহলে ওদের কোন কোন বই পুস্তক পড়া যেতে পারে যেটার মধ্যে বিকৃতি বা শিরক নেই।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ নূহ নবীর পূর্বে কি তাহলে মানুষ পরমাত্মার দ্বারা ঠিক বেঠিক চিনে নিত???

পরমাত্মা তো আদি। সেটা ছিল আজও আছে কাল থাকবে। নুহের পূর্বে যেমন ছিলো। আজও তাই আছে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ ওস্তাদ, তাহলে ওদের কোন কোন বই পুস্তক পড়া যেতে পারে যেটার মধ্যে…

এত পুরাতন ধর্মে বিকৃতির কোন শেষ আছে? তার মধ্যে শিরিক থাকবে না এমন চিন্তা করাটাও তো ভুল। তুমি তো সেখান থেকে আকিদা গ্রহণ করতে যাবে না। কেবল কিছু ধ্যান ধারণা নিবে মাত্র। এতটা ভুল বুঝলে কি করে হবে?

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ এত পুরাতন ধর্মে বিকৃতির কোন শেষ আছে? তার মধ্যে শিরিক থাকবে না এমন চিন্তা…

হা, আমিও এটা লেখার পর সেটাই ভাবছিলাম। এই ইল্ম তো এজন্যই যাতে আমরা ঠিক বেঠিক চিনে সঠিক টুকু নিতে পারি। দুঃখিত ওস্তাদ।

**শায়েখঃ** কেবল ভাষার উচ্চারণ সুদ্ধ করা ও পরমাত্মার সম্পর্কে তাদের ধ্যান ধারণা জানার কথা বলেছি।

আজকের জন্য রাখতে হচ্ছে অনেক রাত হয়ে গেছে।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** উস্তাদ এই জন্যেই আগে আকিদা পরিষ্কার করেছিলেন। সেগুলো অনড় থাকলে সকল বাতিল ফিরকা থেকেও ইল্ম নেয়া যায়

**শায়েখঃ** আসসালামু আলাইকুম

**ফাহিম আলমঃ** وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

**নওশাদ ভুইয়াঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

**মাহদি হাসানঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম

**মশিউল আলম সুজনঃ** ওআলাইকুমুস সালাম ওয়ারহমাতুল্লাহ।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম